CHANNEL i ১৬ তারুণ্যের ষোল

১৬ বছরে পদার্পণ উপলক্ষে

বিশেষ ক্রোড়পত্র

১ অক্টোবর, ২০১৪

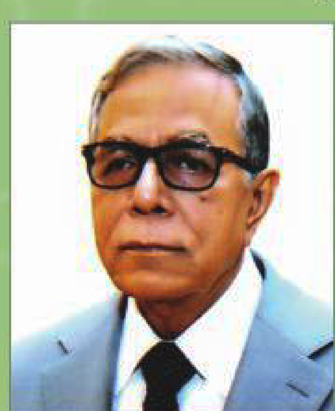

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

বাণী

বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন 'চ্যানেল আই' ষোল বছরে পদার্পণ করছে জেনে আমি খুশি হয়েছি। এ উপলক্ষে আমি প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই।

গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বিকাশ ও জনমতের প্রতিফলন ঘটাতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। গণমাধ্যম জাতির বিবেক ও সমাজের দর্পণ। এ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড। গণমাধ্যম গণমানুষের বঞ্চনা ও চাওয়া-পাওয়ার কথা তুলে ধরে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি সজাগ থেকে গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে গণমাধ্যমে জাতিগঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পরে বলে আমার বিশ্বাস। বর্তমান বাংলাদেশে গণমাধ্যমগুলো সর্বোচ্চ স্বাধীনতা ভোগ করছে। এ স্বাধীনতার সাথে দায়িত্বও ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, এ দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেমের প্রতি অবিচল থেকে চ্যানেল আইসহ সকল গণমাধ্যম বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন, নির্মল বিনোদন ও নানাবিধ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করবে। সংবাদ মাধ্যম ও সংবাদকর্মীগণ তাঁদের মেধা-মনন, সৃজনশীলতা ও কর্মদক্ষতা প্রয়োগ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখবে– এটাই সকলের প্রত্যাশা। আমি জেনে খুশি হয়েছি যে, 'চ্যানেল আই' মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রেখে বিভিন্ন অনুষ্ঠান তৈরি ও প্রচার করছে। বিশেষ করে কৃষি উন্নয়ন তথা গ্রামনির্ভর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অগ্রযাত্রায় 'চ্যানেল আই' এর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

আমি 'চ্যানেল আই'-এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল আই-এর ষোল বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আমি এর উদ্যোক্তা, সাংবাদিক, কলাকুশলী ও সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাই।

গণতন্ত্রের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেশে গণমাধ্যমের বিকাশ ও অগ্রযাত্রায় আওয়ামী লীগ সরকার সবসময়ই অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরাই প্রথম বেসরকারি স্যাটেলাইট টেলিভিশন চালুর অনুমোদন দেই। যা ছিল গণমাধ্যমের বিকাশে এক স্বর্ণালী অধ্যায়।

আমরা তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন ও তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা করেছি। জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা ২০১৪ প্রণয়ন করেছি। এ নীতিমালার আলোকে একটি সম্প্রচার কমিশন গঠন করা হবে। আমরা বাংলাদেশ, টেলিভিশ, বিটিভি ওয়ার্ল্ড এবং সংসদ টেলিভিশনের পাশাপাশি ৪১টি বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল সম্প্রচারের অনুমতি দিয়েছি। এর ফলে ব্যাপক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়েছে।

সাংবাদিকদের কল্যাণে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা 'বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট আইন ২০১৪' প্রণয়ন করেছি। সংবাদপত্রকে শিল্প হিসাবে ঘোষণা করেছি। ৮ম ওয়েজবোর্ডের সুপারিশের আলোকে সাংবাদিকদের বেতনভাতা বৃদ্ধির জন্য আমরা নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছি।

আমরা ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক আইনের আওতায় ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা ও লাইসেন্সিং বিধিমালা প্রণয়ন করেছি।

আমাদের এ সকল পদক্ষেপের ফলে তথ্যের অবাধ প্রবাহ আরও বিস্তৃত হয়েছে। দেশের গণমাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।

আমি আশা করি, চ্যানেল আই সংবাদ পরিবেশনে বস্তুনিষ্ঠতা, নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে এবং রুচিশীল অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সমুন্নত রাখবে।

আমি চ্যানেল আই-এর ষোল বছরে পদার্পণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মন্ত্রী
তথ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী
বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাভাষার প্রথম ডিজিটাল স্যাটেলাইট চ্যানেল, চ্যানেল আই তার পথচলার ১৫ বছর পূর্ণ করছে জেনে আমি আনন্দিত। ১৬ বছর পদার্পণের এ আনন্দঘন মুহূর্তে চ্যানেল আই পরিবারের সবাইকে আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আজদের দিনে গণমাধ্যমের ভূমিকা যেমন প্রতিযোগিতাপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যবহ। এই প্রতিযোগিতা জনগণের কাছে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য তাৎক্ষণিকভাবে পৌঁছে দেয়ার, সুস্থ বিনোদনের চাহিদা পূরণের। একইসাথে রয়েছে জনগণকে কল্যাণের পথে উদ্বুদ্ধ করা এবং সচেতন করার ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুমহান দায়িত্ব। এই দায়বদ্ধতার ভেতরে থেকে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারে চ্যানেল আই-এর উৎকর্ষের স্বাক্ষর অক্ষুণ্ন থাকুক।

কল্যাণ আর আনন্দের বার্তা নিয়ে চ্যানেল আই পৌঁছে যাক দেশের সর্বত্র এবং বিশ্বময়।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

হাসানুল হক ইনু এমপি

চ্যানেল আইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা

দুটো জিনিস দরকার, রুচি এবং মেরুদণ্ড। রুচি টিকে থাকতে পারে না, দাঁড়াতেই পারবে না, মেরুদণ্ড না থাকলে। রুচির অভাবে মেরুদন্ডের আগ্রাসন ভয়ঙ্কর হতে পারে। এক্ষেত্রে চ্যানেল আইয়ের নিজস্বতা হচ্ছে রুচি সংলগ্ন হয়েছে মেরুদন্ডের সঙ্গে। দুটোই চ্যানেল আইয়ের আছে।

● **সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী**

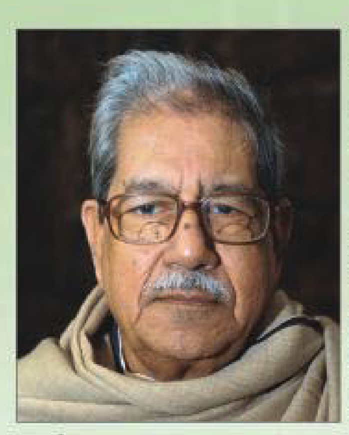

চ্যানেল আই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করা এক সমৃদ্ধ টেলিভিশন। বাঙালি সংস্কৃতি, গ্রামীণ অর্থনীতি, নিরপেক্ষতা, কল্যাণমূলক কর্মকান্ডে দিনের পর দিন সম্পৃক্তি চ্যানেল আইকে অন্যদের থেকে আলাদা ও বিশিষ্ট করেছে।

● **ড. আনিসুজ্জামান**

চ্যানেল আই যেভাবে অনুষ্ঠানের ভান্ডার সাজিয়েছে তা কিন্তু কেবল বিনোদনের নয়, তাতে শিক্ষণীয়, কল্যাণমুখী, উন্নয়ন-অগ্রযাত্রায় চমৎকারিত্বের বাহারি উপাদান আছে। চ্যানেল আই প্রথম বাংলাভাষার ডিজিটাল চ্যানেল। অভিনন্দন। শুভ জন্মদিন।

● **মুস্তাফা মনোয়ার**

'চ্যানেল আই' আজ ষোড়শী। উদ্ভিন্ন যৌবনা নয় তবু প্রবল প্রতাপে তার বুদ্ধিমত্তা, দেশমাতৃকার প্রতি আনুগত্য, মেধাদীপ্ত কর্মপ্রয়াসে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের রীতিপদ্ধতির নব নব আবিষ্কারে প্রমাণ করেছে তার যোগ্যতা ও দক্ষতা ছড়িয়ে গেছে দিক থেকে দিগন্তরে। আকাশের সীমানা বিস্তৃত তার জগৎজুড়ে।

● **কামাল লোহানী**

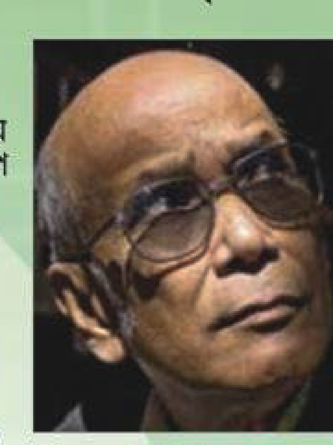

চ্যানেল আই-এর একটা বাংলা আমি করি– মাধ্যম আমি! এই আমিটি কোনো ব্যক্তি আমি নই, এ আমি আমাদের জননীতুল্য এই দেশ, আর সেই জননীরই নিরন্তর উপস্থিতি যে মাধ্যমে, তাকেই আমি পনেরোটি বছর ধরে জেনেছি ও দেখছি চানেল আই রূপে।

● **সৈয়দ শামসুল হক**

আত্মপ্রকাশের সেই দিনটিকে মনে হয় এইতো সেদিন। অথচ সময় বলছে ইতোমধ্যে অতীতের খাতায় চলে গেছে পনেরটি বছর। বিশ্বায়নের সঙ্গে মিডিয়ার প্রতিযোগিতামূলক এগিয়ে যাওয়ার গৌরবের মধ্যে একাত্মবোধের সেই দিনটি থেকে আজও চ্যানেল আই জনগনের বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতায় আস্থাশীল।

● **রাবেয়া খাতুন**

যেদিন থেকে চ্যানেল আইয়ের যাত্রা শুরু– সেদিন থেকেই ভেবে এসেছি চ্যানেল আই আমারও চ্যানেল।

● **আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ**

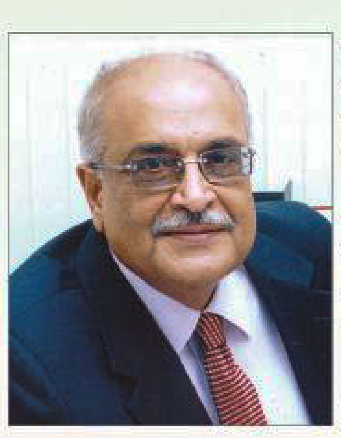

সামাজিক দায়বদ্ধতার মানকে অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে চ্যানেল আই। চ্যানেল আই অপসংস্কৃতির করাল আগ্রাসনকে উপেক্ষা করেছে, দেশের ও প্রবাসের সকল বাংলাদেশীকে সংহতি চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

● **দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য**

খুব সচেতনভাবে দেশের স্বনামধন্য ব্যাক্তিবর্গের জীবনী, তাদের কাজ, তাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরণের আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধের বীজ বপন করে চলেছে চ্যানেল আই। যা আমাদের নিজেদের শক্তির ওপর আস্থা সৃষ্টির প্রয়াস।

● **মাহফুজ আনাম**

চ্যানেল আই আমাদের চ্যানেল আই। চ্যানেল আই আমার চ্যানেল আই। চ্যানেল আই আরো ভালো করুক, আরো ভালো চলুক, ভালোভাবে কাজ করুক। অভিনন্দন। শুভ জন্মদিন।

● **নায়করাজ রাজ্জাক**

চ্যানেল আই পনেরটি সুন্দর বছর পার করে তারুণ্যের ষোল বছরে পর্দাপর্ণ করলো। অভিনন্দন। চ্যানেল আইকে মনে হয় আমার পরিবার। চ্যানেল আই আমাকে মনে করে তাদের পরিবারের সদস্য।

● **ফেরদৌসী রহমান**

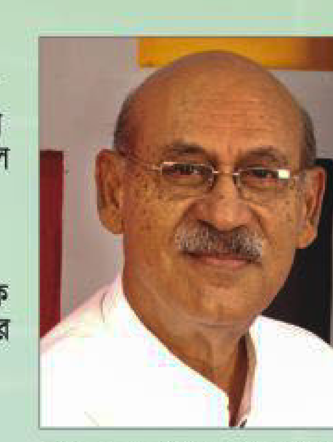

বহু ক্ষেত্রে প্রথম চ্যানেল আইয়ের কাছে আমি চাইব আগামীতেও সবক্ষেত্রে প্রথম হোক। শুধু সুন্দরের ক্ষেত্রে, দেশের ও জনগণের কল্যাণে। শুভ কামনা তোমাকে হে ষোড়শী চ্যালেন আই।

● **আবুল হায়াত**

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর শুভেচ্ছা

গাজীপুরে কয়েকদিন আগে চ্যানেল আই স্টিকারসহ একটি গাড়িকে কয়েকজন আটকে রেখেছিল। ওদের বক্তব্য, একটি ছেলে রোজ বিকেলবেলা আমাদের খালি গলায় গান শোনাতো। সেই ছেলেটিকে আপনারা নিয়ে গেলেন। সারা দেশে তার পরিচিতি এখন। কিন্তু মাঝে মাঝে একটু আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিলে আমরা সরাসরি তার গান শুনতে পারি। ছেলেটির নাম জুয়েল। চ্যানেল আইয়ের প্রথম ক্ষুদে গানরাজ।

সেরাকণ্ঠের সেরাশিল্পী কোণাল। বাংলাদেশের মানুষ এক নামে এখন তাকে চেনে। অথচ কুয়েতের বাঙালিদের অভিযোগ, যে মেয়েটি যখন তখন আমাদের অনুষ্ঠানে গান গাইতো তাকে আজ আমন্ত্রণ জানিয়ে আনতে হয় আমাদের অনুষ্ঠানে।

এর উল্টো চিত্রও আছে। গতবার এফএলপি'র বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া ছেলেমেয়েরা সবাই গিয়েছে ইউরোপের সবচেয়ে বড় ক্যাম্পাস– সেন্ট ক্যাথলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখান থেকে চলতি বছর কর্তৃপক্ষ জানতে চেয়েছে বাংলাদেশ থেকে এরকম মেধাবী ছাত্রছাত্রী আবার আসছে তো?

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনের পর্দায় আজ যারা ব্যস্ততার সঙ্গে অভিনয় করছে তাদের অনেকেই লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার থেকে আসা। এর বাইরেও চ্যানেল আইয়ের নানা রিয়েলিটি শো থেকে আসা প্রতিভারা দাপটের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে মিডিয়ায়।

চ্যানেল আইয়ের গত পনের বছরে রিয়েলিটি শো থেকে আসা এই ধরনের প্রতিভার সংখ্যা পাঁচ হাজার হতে পারে। তা থেকে কি আমরা বলতে পারি না– দেশটা ষোলো কোটি মানুষের। কিন্তু এর মধ্যে পাঁচ হাজার মানুষ হাঁটছে আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গণে। যাদের পরিচিতি চ্যানেল আই পরিবারের নতুন সদস্য হিসেবে।

এই সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়বে– এই প্রত্যাশা আমাদের। কিন্তু এই প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজন আপনাদের সবার সহযোগিতা। কারণ আপনারাও তো চ্যানেল আই পরিবারের।

আজকের দিনটি– এই পরিবারের সবার মধ্যে সৌহার্দ ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সূচনার ষোল বছর –তারুণ্যের ষোল...

ফরিদুর রেজা সাগর

সুহৃদ-স্বজন ছিলেন যাঁরা

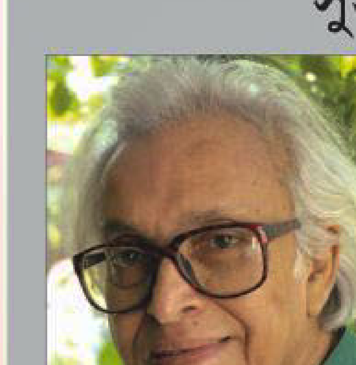

চ্যানেল আই-এর আমি সাফল্য কামনা করি। এর সুখে দুখে আমি সঙ্গে আছি। এরা আমাদের সাংস্কৃতিক অভিযাত্রার সঙ্গে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশ, এর সংস্কৃতি, ভাষা কৃষ্টি বেঁচে থাকুক চ্যানেল আইয়ের কর্মে। (বাণী-২০০২)

- শামসুর রাহমান

আমার চোখের সামনে ইমপ্রেস আজ মহিরুহ। পৃথিবীর লোকজন দেখছে চ্যানেল আই। বিস্ময়কর এই উত্থানের সঙ্গে কোনো না কোনভাবে আমি জড়িত ভাবতে ভাল লাগছে। (লেখা-২০০৭)

- হুমায়ূন আহমেদ

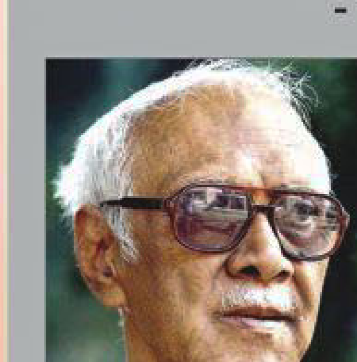

টক শো'র জনক চ্যানেল আই। স্বাধীন মতামত প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ প্লাট ফর্ম। সব সময় এই চ্যানেল সত্য কথা বলবে। সত্য সুন্দরের পক্ষে এগিয়ে যাক চ্যানেল আই- সুন্দর হোক এর প্রতিটি জন্মদিন। (শুভেচ্ছা- ২০১২)

- এবিএম মুসা

সঙ্গীতের উন্নয়নে চ্যানেল আই-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের আশা ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের সঙ্গীতকে সারা পৃথিবীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করবে চ্যানেল আই। (শুভেচ্ছা-২০১১)

- ফিরোজা বেগম

পরিচালক ও বার্তা প্রধানের শুভেচ্ছা

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেছে পনেরটি বছর। অর্থাৎ স্বাধীন স্বার্বভৌম বাংলাদেশের এক তৃতীয়াংশেরও বেশি সময় জুড়ে কার্যক্রমপরিচালনা করছে চ্যানেল আই। বাংলা ভাষার প্রথম ডিজিটাল বাংলা টেলিভিশন চ্যানেল হিসেবে চ্যানেল আই-এর এই কার্যক্রমপ্রথম দিন যেভাবে দেশের মানুষকে আন্দোলিত করেছে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছে– তা এখনও করে চলেছে বলে আমরা বিশ্বাস করি। চ্যানেল আই-এর এক ঝাঁক কর্মী বাহিনীর কাছে কর্মব্যস্ততা, ধ্যান বা সংস্কৃতিকে এগিয়ে নেয়ার দায়বদ্ধতাও রয়েছে একই মনযোগে, একই মমত্বে। এর ভেতরেই চলছে শুধু সময়ের পালাবদল। যার সঙ্গে আমি, আপনি, আপনারা একাত্ম হয়ে আছি। সকল শ্রেণীপেশার মানুষকে এক করেছে একটি প্লাটফরমে।

পথচলার শুরুতে চ্যানেল আই একটি পরিবার তৈরি করতে চেয়েছে। যে পরিবারের ব্রত হবে মহান মুক্তিযুদ্ধ, বাঙালি সংস্কৃতির ভেতর দিয়ে মানবতা, উন্নয়ন আর সৌহার্দ্য সম্প্রীতির পক্ষে গণমাধ্যমের শক্তিকে উচ্চকিত করা। বিশ্বজোড়া বাঙালি দর্শকের মূল্যায়নে চ্যানেল আই তার সেই স্বপ্ন ও উদ্দেশ্য পূরণ করতে পেরেছে। সংবাদমাধ্যম রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। তার দায়িত্বের পরিধি অনেক বড় ও ব্যাপক বিস্তৃত। এখানে চাই ইতিবাচক ও উন্নয়ন সাংবাদিকতা। গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণ ও দেশমাতৃকার জন্য সেই ইতিবাচক অবস্থানটি ধারণ করে বলেই চ্যানেল আই হতে পেরেছে সব মানুষের টেলিভিশন চ্যানেল।

আজ চ্যানেল আই এর অনুষ্ঠান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম,দেশের কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী উন্নয়ন, কৃষি, পরিবেশ-প্রকৃতি সম্পর্কে জনসচেতনা থেকে শুরু করে ঘরে বাইরের মানুষের প্রতিটি স্বপ্ন, চিন্তা ও কাজের সঙ্গে চ্যানেল আই যুক্ত। যুক্ত সকল বয়স, শ্রেনী আর পর্যায়ের সঙ্গে। যে শিশু জন্ম নিয়েছিল ১৯৯৯ সালের পহেলা অক্টোবর সে আজ উদ্ভাসিত ষোল বছরের তারুণ্যে। তার চোখে-মুখে চিন্তা ও সাধনায় অদ্ভুত চাঞ্চল্য। গণমাধ্যম হিসেবে চ্যানেল আই ষোল বছরে এসে সেই নতুনত্বের তারুণ্যে উদ্ভাসিত।

আগামী দিনগুলো বহুবিধ কারণে গণমাধ্যমের জন্য চ্যালেঞ্জিং। এই চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করার জন্য চাই আপনার স্বতস্ফূর্ত সমর্থন। অতীতে যেভাবে যুগিয়েছেন আমাদের পথচলার শক্তি, আগামীতেও আশা করি তা অব্যাহত থাকবে।

এমন আনন্দের মুহূর্তে চ্যানেল আই এর সকল বন্ধু স্বজনকে প্রাণঢালা অভিনন্দন, শুভেচ্ছা।

শাইখ সিরাজ

ইমপ্রেস টেলিফিল্ম লিমিটেড, চ্যানেল আই পরিচালনা পর্ষদ

আবদুর রশিদ মজুমদার

এনায়েত হোসেন সিরাজ

জহির উদ্দিন মাহমুদ মামুন

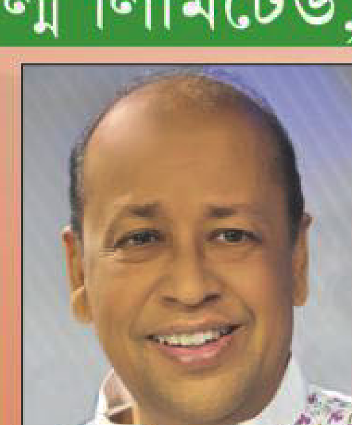

ফরিদুর রেজা সাগর

মুকিত মজুমদার বাবু

রিয়াজ আহমেদ খান

রবিউল ইসলাম

শাইখ সিরাজ